ঝিনাইদহের ফুটফুটে শিশু ফাতেমার বেঁচে থাকার আঁকুতি

ফাতেমা সাড়ে ৬ বছরের ছোট্ট একটা ফুটফুটে শিশু। যার হাসি মাখামুখ পিতা মাতাসহ পাড়া প্রতিবেশিদের সব সময় মাতিয়ে রাখে। তার মায়াবি চেহারার দিকে তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়।

ঝিনাইদহের শহরের অক্সফোর্ড স্কুলের প্লে-গ্রুপে পড়া ছোট্ট এই মেয়েটির মুখে সব সময় লেগে থাকে। স্বপ্নের মতো তার প্রাণবন্ত হাসি, কিন্তু সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে দুরারোগ্য রোগের সঙ্গে লড়াই করে বেচে থাকার স্বপ্ন। ফাতেমা লড়ছে সেই থ্যালাসেমিয়া রোগের সাথে।

ফাতেমার পিতা ঝিনাইদহ শহরের হামদহ পুর্বপাড়ার রাশেদুল ইসলাম মিলন একজন স্বল্প আয়ের মানুষ। নিজে কিছুই করতে পারেননি, তবে ছেলেমেয়ের সুস্থতার জন্য সংগ্রাম করছেন। পাঁচ বছর ধরে তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য একাই লড়ে যাচ্ছেন। দেশ বিদেশ (ভারত) দৌড়ে পিতা আজ বড়ই ক্লান্ত! তার লড়াই-সংগ্রাম অর্থের অভাবে যেন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে।

সাড়ে ৫ বছরে প্রায় ১০ লাখ টাকা চিকিৎসা খরচ করেছেন, কিন্তু তবুও শিশু ফাতেমার পুরোপুরি সুস্থ করতে পারেননি। দিন যতই যাচ্ছে সন্তানের জন্য পিতার লড়াই ততই কঠিন হয়ে পড়ছে। ১৫ দিন পর পর ফাতেমার রক্ত দিতে হচ্ছে। এ ভাবে চলছে প্রায় সাড়ে ৫ বছর। স্থায়ী সমাধান বোনমেরু প্রতিস্থাপন করা। বোনমেরু জোগাড় হলেও অর্থের অভাবে তা হচ্ছে না।

ফাতেমার চিকিৎসক ভারতের ভ্যালর খ্রিষ্টান মেডিকেল কলেজের হেমোটলজি বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডাঃ বিক্রম ম্যাথিউস বোনমেরু স্থপনের কথা বলেছেন। কিন্তু টাকা লাগবে অনেক। অনেক বড় অংকের (২১ লাখ) টাকা এই দরিদ্র পরিবারের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। তার বড় ভাই তামিমের সঙ্গে বোনমেরু প্রতিস্থাপনে রক্তের ম্যাচিং থাকলেও, অর্থের অভাবে তা স্থাপন করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ফাতেমার স্বজন রবিউল ইসলাম রবি বালেন, কেবল একজন ফাতেমা নয়, পুরো একটি পরিবারের আশা, সংগ্রাম এবং ভালবাসার গল্পটাই হৃদয়ে গভীর এক স্পন্দন সৃষ্টি করেছে। শিশুর জীবন শুধু তার নিজের নয়,

তার চারপাশের সকলেরই।

শিশুটির দাদা আনোয়ার হোসেন জানান, ফাতেমার বুকে মাথা রাখলে মনে হয় সে বলছে “আমাকে বাঁচতে দাও, আমার জন্য কিছু করো।” তার ছোট্ট বুকের মধ্যে এখনো প্রাণের স্পন্দন, অশ্রুতে ভরা নয়, বরং বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা।

ফাতেমার চিকিৎসার জন্য তার পরিবার আর্থিক সহায়তা কামনা করেছেন। সাহায্য পাঠাতে পারেন বিকাশ ও নগদ নাম্বারঃ-০১৭২৪-০৫৬৯৯৩, অথবা অগ্রনী ব্যাংক, ঝিনাইদহ শাখা’র হিসাব নং ০২০০০০১৭৫৫৯৮৪।

ঝিনাইদহে বটিতে কেটে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহে সবজি কাটা বটি ঘাড়ের ওপর পড়ে দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) দুপুরে শহরের মহিলা কলেজ পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইম সমবায় ব্যাংক মার্কেটের সততা প্রিন্টিং প্রেস ব্যবসায়ী মনিরুজ্জামানের ছেলে। তাদের গ্রামের বাড়ি শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি গ্রামে।

স্বজনরা জানান, শিশুটির মা রান্না ঘরে বটি দিয়ে সবজি কাটছিলেন। সেসময় সাইম খেলা করার জন্য বটি নেওয়ার চেষ্টা করেন। তার মা বটি নিয়ে রান্না ঘরের র্যাকের ওপর রেখে দেন।

পরে মা অন্য ঘরে কাজ করতে গেলে শিশুটি বটি পাড়ার চেষ্টা করে। সেসময় তা ঘাড়ের ওপর পড়ে মারাত্মক জখম হয়। পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘাড়ের রগ কেটে যাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে আলিফ (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার বহরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা জানান, সকালে আলিফ বাড়ির পাশের কুশনা বহরামপুর মামা ভাগ্নে বাওড় পাড়ে খেলা করছিল। খেলার সময় তার হাতে থাকা বলটি পানিতে পড়ে যায়। পরে সে নিজেই বল তুলতে পানিতে নামলে ডুবে যায়।

পরে স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলিফ ওই গ্রামের রাশেদ আলীর ছেলে। এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তানভীর জামান বলেন, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা, নারী

ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা, চোরাচালান, সন্ত্রাস ও নাশকতা, মানব পাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে কক্ষে এই মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা লীলিমা আক্তার হ্যাপী, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকতা তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দর্শনা থানা বিএনপি’র সমন্বয়কারী হাবিবুর রহমান বুলেট, উপজেলা জামায়াত ইসলামীর আমীর নায়েব আলী, সেক্রেটারী জেনারেল আবেদ-উদ-দৌলা টিটনসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিজিবির ক্যাম্প কোম্পানির কমান্ডারবৃন্দ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

সভায় বক্তারা দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সন্ধ্যার পর পড়াশোনার টেবিলে না বসে অযথা বাইরে দোকান পাশারীতে ঘুরাঘুরি, রাতে বিভিন্ন অনৈতিক চিহ্নিত স্পটে বসে আড্ডা দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। জুন ক্লোজিং এর নামে পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত বিল কষে টাকা নেওয়া, উপজেলার ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু এন্ড কোং -এর শ্রমিক নির্বাচন না হওয়া এবং সীমান্ত এলাকায় মাদক ও স্বর্ণ চোরা চালান বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এবং উপরোক্ত সমস্যাবলী সমাধানকল্পে করণীয় সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

গাংনীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট বাধাগ্রস্ত শিশু বিদ্যালয়ের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২১ জুন) দুপুরে বিদ্যালয় মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক অফিসার তুলসী কুমার পাল। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনামুল হক।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার।

অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে ১৩টি হুইলচেয়ার ও একটি ওয়াকার বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।
পরে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে স্কুলের পুকুরে ডুবে

শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুরে ডুবে ফাহিম হোসেন (৮) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে।

নিহত ফাহিম হোসেন জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জাহিদ হোসেনের ছেলে এবং স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

আজ মঙ্গলবার (১৭ জুন) বেলা দুইটার দিকে পুকুরে ডুবে মারা যায় শিশুটি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকজন শিশু স্কুল মাঠে ফুটবল খেলছিল। অসাবধানতাবশত ফাহিম পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর তার মরদেহ পানিতে ভেসে উঠলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, দুই বছর আগে একই গ্রামের সাব্বির হোসেন নামের এক ব্যক্তি একই পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিলেন।

গাংনীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ; গণপিটুনি দিয়ে যুবককে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শাকিল হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের

দক্ষিণপাড়ায় ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটলেও সন্ধ্যার দিকে ধর্ষক শাকিলকে আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। শাকিল চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আবদাল হকের ছেলে ও এক সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি তার বাবার জন্য চাঁদপুর গ্রামের দাইড়ির মাঠে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেশীয় তৈরি অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে গলায় ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে, পরবর্তীতে বিষয়টি ওই শিশু তার পরিবারের সদস্যকে জানালে স্থানীয়রা যুবক শাকিলকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষক শাকিলকে উদ্ধার করে থানা পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভিকটিম ওই শিশুকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় চার শিশু শিক্ষার্থী আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার টেংরামারী-শিবপুর সড়কের হিরি গাড়ির মাঠে ট্রলি ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল হিফজ-এর চারজন শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩ জুন) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার শিবপুর গলাকাটা মোড় থেকে টেংরামারী শুটিং মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে, হিরি গাড়ি মাঠের মেহগনি বাগানের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত শিশুরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার ভবানন্দপুর গ্রামের সোহেল রানার ছেলে ইব্রাহিম, টেংরামারী গ্রামের হাফিজুল ইসলামের ছেলে হুসাইন(৭), জাহিদ হাসানের ছেলে মাহিম (৭) ও বাবুল হোসেনের ছেলে সিয়াম (৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনা কবলিত ইজিবাইকটি ভবানন্দপুর ও টেংরামারী এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শুটিং মোড় হয়ে কেদারগঞ্জে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসার উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে হিরি গাড়ির মাঠে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলির সঙ্গে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঘটনায় ইজিবাইকের চালক অক্ষত থাকলেও, গাড়িতে থাকা শিশু শিক্ষার্থীরা আহত হয়। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গুরুতর আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বাইজিদ হোসেন বলেন, “খবর পেয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের খোঁজখবর নিচ্ছে। যাদের অবস্থা একটু গুরুতর ছিল, তাদেরকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষকরা সার্বক্ষণিকভাবে তাদের পাশে রয়েছেন এবং মাদ্রাসা থেকে নিয়মিত খোঁজ রাখা হচ্ছে।”

তিনি আরও জানান, বর্তমানে সব ছাত্রই মোটামুটি ভালো আছে।

মুজিবনগরে শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার বিকেলে মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা,

আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইনে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিশু অধিকার, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকার সুফল, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া উপদেশ মূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইনে আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ৩৬৫ জন ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে নারী-শিশুসহ ১৯ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মুজিবনগরে নারী ও শিশুসহ ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

রবিবার ভোররাতে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

তারা সীমান্ত পার হয়ে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় অবস্থান করলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ৯ জন শিশু, ৫ জন নারী ও ৫ জন পুরুষ। আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার কাঠগিরি গ্রামের আব্দুল জলিলের মেয়ে মোমেনা খাতুন এবং তার তিন ছেলে মোজাম্মেল হক (২৩), মোস্তাক আহমেদ (১৯) ও কাবিল (১১)। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার জয়মঙ্গল ১১ মাথা গ্রামের

জালালউদ্দিনের ছেলে মইনুল ইসলাম, তার স্ত্রী কাঞ্চন বেগম এবং তাদের তিন সন্তান কারণ (১৪), রবিউল (৭) ও মরিয়ম (৪)। লালমনিরহাট জেলার সদর থানার চুঙ্গগাড়া গ্রামের মৃত গণেশ চন্দ্র পালের ছেলে নিতাই চন্দ্র পাল, তার স্ত্রী গীতা রানী পাল এবং তাদের তিন মেয়ে পার্বতী পাল (১৫), পূজা রানী পাল (৭) ও আরতী পাল (৩)। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার কুঠিচন্দ্রখানা গ্রামের খলিলের ছেলে আমিনুল ইসলাম, তার স্ত্রী পারুল এবং তাদের দুই মেয়ে আমেনা (৪) ও আরফিনা (১১ মাস)।

আটককৃতরা জানান, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে বসবাস করছিলেন।

প্রায় ছয়-সাত দিন আগে ভারতের হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলে রাখা হয়। পরে রবিবার ভোরে মুজিবনগরের সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশব্যাক করে বিএসএফ।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটককৃতরা কেদারগঞ্জ বাজারের বিআরটিসি কাউন্টারে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করে থানায় আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।